সমকাল

তারিখ ... 20 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১ ...

চাই শিক্ষিত আর জনপ্রিয় প্রতিনিধি

কাজী সুলতানুল আরেফিন

সামনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। ধীরে ধীরে লোকমুখে নির্বাচনী আলাপ-আলোচনা সরব হচ্ছে। দেশের অনেক সেক্টরে উন্নতি হচ্ছে, তা সন্দেহাতীত। সব কিছুর পাশাপাশি আমরা রাজনীতির সেক্টরেও উন্নতি দেখতে চাই। চাই আমাদের প্রতিনিধি হবে শিক্ষিত আর আন্তরিক। প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে সবার আগে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বেশিরভাগ অশিক্ষিত মানুষ নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারে না, দেশের অন্ধকার কীভাবে দূর করবে সেটা বুঝে না! গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যে কেউ নেতৃত্বে আসতে পারে কিন্তু অশিক্ষিত আর চরিত্রহীন কেউ যদি টাকা আর পেশির জোরে নেতৃত্বে বসে যায় তার ফল আর যা-ই হোক শুভ হয় না। মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে দলগুলোর স্বচ্ছ নীতিমালা দরকার। এ ক্ষেত্রে টাকা আর পেশির জোর যাতে প্রাধান্য না পায় খেয়াল রাখা উচিত। আমরা দেখেছি, অনেকেই ক্ষমতায় বসার পর বা প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের ধনসম্পদ মোটাতাজা করার দিকেই বেশি নজর দেন। দুর্নীতি আর লুটপাট করতে ব্যস্ত যারা নিজেরা ভেবে দেখেন না যে তারা একজন বড় মাপের চোর বই আর কিছুই নয়। অনেকে বলা শুরু করেছেন, রাজনীতি নাকি এখন একটা সফল ব্যবসাক্ষেত্র। রাজনীতির এমন অবস্থা এবং অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ শিক্ষিত ও ভদ্রলোকের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে না

পারা। তাই যাতে শিক্ষিত ভদ্রলোকরা রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। কিন্তু অতীতে বাংলার মহান রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন খুবই ভিন্ন। কিছু কিছু অসৎ নেতা রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেন অস্ত্র ও পেশির জোরে। তাদের কারণে অনেক মানুষ রাজনীতিকে নোংরা চোখে দেখেন। বেশিরভাগ অভিভাবক তাদের সন্তানকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চান। তারা মনে করেন রাজনীতি মানে দলাদলি। রাজনীতি মানে মারামারি, খুনখারাবি, সন্ত্রাস আর জেল-জরিমানা। কিন্তু নিজের অধিকার নিয়ে সচেতন থাকাটাও রাজনীতির মধ্যে পড়ে। আমাদের রাজনীতির ইতিহাস তো এমন ছিল না! আমাদের সোনালি ইতিহাসের রাজনীতির প্রতি এমন মনোভাব তৈরির কারণ কী এখনই তা নিয়ে ভাবা দরকার। আমাদের সোনালি ইতিহাসের রাজনীতিকরা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। দেশপ্রেমের জন্য নিজের বুক পেতে দিয়েছেন বুলেটের সামনে। আর এখন রাজনীতিকরা একে অপরের হাতে প্রাণ দিচ্ছেন বা দলাদলিতে প্রাণ দিচ্ছেন। একজনের বুলেট আরেকজনের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই খুব সহজে কুপিয়ে, জ্বালিয়ে মানুষ হত্যা করার মতো ঘটনা বারবার ঘটছে। তদন্ত করলে দেখা যাবে এসব ঘটনা বেশির ভাগ নোংরা রাজনীতির প্রভাবে ঘটছে। চিন্তাশক্তির জাগরণ শক্তিশালী না হলেই মানুষ এমন কর্ম বারবার করে। আর চিন্তাশক্তি শক্তিশালী করতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। এই কুপ্রভাবগুলো এড়িয়ে যেতে চাইলে শিক্ষিতদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই তাদের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতা শিক্ষিত। আর যাদের তেমন শিক্ষা নেই তারা জনপ্রিয়তা বা আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিনিধিত্ব দখল করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রেক্ষাপট তাদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের মাঝে আমাদের মতো এত হিংসাত্মক মনোভাব নেই। নেই এত মামলাবাজি। বোমাবাজি আর জ্বালাও-পোড়াও নেই বললেই চলে। আর যা-ই হোক দেশের স্বার্থে সবাই অনড় থাকে। দেশের উন্নতিতে সবাই এক থাকে। এটা শিক্ষারই গুণ। প্রতিনিধি নির্বাচনে শিক্ষা ও জনপ্রিয়তার দিকে গুরুত্ব দেওয়া অতীব জরুরি।

arefin.feni99@gmail.com